নীতি-নির্ধারণী পত্র **২৮ অক্টোবর ২০১৪**

Election Working Group

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না, আবার অর্থ ছাড়া রাজনৈতিক দল কোনো কাজ করতে পারে না। কাজেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রচারণার খরচ মেটানোর জন্যই নয়, নির্বাচনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের জন্য চলমান খরচ মেটাতেও অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক তথা নির্বাচনী অর্থায়নে অস্বচ্ছতার কারণে বিশ্বব্যাপী সর্বদাই এটি একটি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কাজেই, একটি যথার্থ প্রতিযোগীতামূলক নির্বাচনের জন্য এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় একটি সুষম ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনজীবনে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবী উচ্চারিত হচ্ছে। যদিও রাজনৈতিক অর্থায়ন বিষয়ে সর্বসম্মত এবং অনুসরণযোগ্য কোনো যথার্থ আদর্শ (model) নেই, তবুও ১৯৭৩ সাল থেকে রাজনৈতিক দলের অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক নির্দেশাবলী (international guidelines) এবং সর্বোত্তম অনুশীলন (best practice) সংক্রান্ত সুপারিশশালা থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হল রাজনৈতিক দলের জন্য জন তহবিলের (public funding) ব্যবস্থা না থাকা; যার ফলে বেসরকারি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (private interest groups) নির্বাচনী ফলাফলের উপর এবং নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংগৃহীত বেসরকারি অনুদান উৎস এবং পরিমানসহ জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত না করার কারণে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা (checks and balances) নিশ্চিত করা যায় না। অধিকন্তু, যথাযথ শাস্তি আরোপের অভাব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে আইনী বিধান লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করে; যা অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে জনগণের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

১. ভূমিকা

অর্থ 'রাজনীতির মাতৃদুগ্ধ' হিসেবে পরিচিত[১]। নির্বাচনের সময় নির্বাচনী প্রচারণায় এবং দুই বা ততোধিক নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়কালে অন্যান্য দলের সাথে রাজনৈতিক প্রতিযোগীতা করার জন্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টিকে থাকার জন্য এবং গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলের অর্থ প্রয়োজন। "রাজনৈতিক দল গঠনে জনগণকে সংগঠিত করতে, নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনে এবং নির্বাচনী দৌড়ের জন্য সরকারি প্রস্তাবনা তৈরিতে অর্থ দরকার"[২]। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীর অর্থ প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোনো রাজনৈতিক দলই অর্থ ছাড়া রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তাই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থ বা রাজনৈতিক তহবিল রাজনৈতিক দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

রাজনীতিতে অর্থের ব্যবহার অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থের ব্যবহারের অস্বচ্ছতার কারণে বিশ্বব্যাপী এটি সর্বদাই একটি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজনৈতিক তহবিল পরিচালনা বা এতদসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার অভাব থাকায় দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, নির্বাচনী ফলাফলের উপর প্রভাব পড়ছে এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা প্রতিভাত হচ্ছে; ফলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্বেগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩২ সালে James Kerr Pollock বলেছেন যে, "গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় অর্থ এবং রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক একটি অন্যতম বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। যতদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনহীন থাকবে ততদিন পর্যন্ত সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।"[৩] "যেহেতু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থের প্রভাব অবিচ্ছেদ্য, সেহেতু রাজনীতিতে অর্থের লেনদেনে স্বচ্ছতার অভাব দূর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড উদ্বুদ্ধ করে। এটা অনস্বীকার্য যে, রাজনীতিতে ব্যবহৃত অর্থ উন্মুক্ত না করলে এবং এর ফলে সংঘটিত দুর্নীতির কারণে একটি দেশের অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; যার ফলে রাজনীতিবিদদের কর্ম-দক্ষতা হ্রাস (performance) পায় এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যায় - যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়"।[৪] বস্তুতঃ, রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের তহবিল পরিচালনায় স্বচ্ছতা না থাকলে সরকারের গুনগত মান ও গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস হয়ে যায়, যা নির্বাচনকে অর্থহীন করে তোলে। কাজেই, প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সম-সুযোগ সৃষ্টি করে এমন একটি রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

এই নীতি-নির্ধারণী পত্রটিতে (policy paper) বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা, রাজনৈতিক দল কর্তৃক এর বিভিন্ন ধারা অনুশীলন ও এগুলোর ব্যত্যয়জনিত কারণে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পত্রটিতে রাজনৈতিক তহবিল বিষয়ে বেশ কিছু ভাল চর্চার (best practice) উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বা নির্বাচনী তহবিল ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে।

২. রাজনৈতিক অর্থায়ন (Political funding) সম্পর্কিত ধারণাসমূহ

রাজনৈতিক অর্থায়ন হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বস্তুগত এবং ফলগত অবস্থা।[৫] নির্বাচনসহ যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সংগৃহীত এবং ব্যয়িত অর্থ রাজনৈতিক তহবিল হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তর দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক অর্থায়নকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন; এবং
খ. নির্বচনী প্রচারণা বহির্ভূত অর্থায়ন

ক. **নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন:** নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন বলতে নির্বাচনকালীন সময়ে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক মোট আয় এবং ব্যয়ের পরিমানকে বোঝায়।[৬] রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীগণ নির্বাচনী প্রচারণা যেমন: নির্বাচনী প্রচারণার উপকরণ মুদ্রণ ও বিতরণ, নির্বাচনী র‍্যালি ও জনসভা আয়োজন, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন, গণমাধ্যমে ভোট চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির খরচ মেটানোর জন্য এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান নির্বাচনী সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে মোট ৩ ধরণের নির্বাচনী অর্থায়নের চিত্র পাওয়া যায়: (১) সম্পূর্ণ জন তহবিল (Exclusively public funding) (২) সম্পূর্ণ বেসরকারি তহবিল (Exclusively private funding) (৩) জন তহবিল ও বেসরকারি তহবিলের মিশ্রণ (Mixed funding)।

জন তহবিল: নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সম্পূর্ণ জন তহবিল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীগণ শুধুমাত্র সরকারি অর্থের মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারি খাত থেকে এ ধরনের অর্থায়ন দুইভাবে অবমুক্ত করা হয়: প্রত্যক্ষ অর্থায়ন এবং পরোক্ষ অর্থায়ন। প্রত্যক্ষ অর্থায়ন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদেরকে প্রচারণা সংক্রান্ত ব্যয় মেটাতে নগদে, বন্ড হিসেবে অথবা ঋণ হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে (উদাহরন: উজবেকিস্তান)। পরোক্ষ অর্থায়ন নানাভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে; যেমন: কর রেয়াত/সুবিধা (উদাহরণ: অস্ট্রেলিয়া), বিনা অর্থে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ (উদাহরণ: নিউজিল্যান্ড ও ভারত), বিনা ভাড়ায় যানবাহন ব্যবহার (উদাহরণ: মলদোভা), প্রচারণা সামগ্রী মুদ্রণ ও বিতরণ (উদাহরণ: স্পেন), সরকারি সম্পত্তির ব্যবহার (উদাহরণ: হাঙ্গেরি) এবং বিনা অর্থে রাজনৈতিক দলের জন্য অফিস বরাদ্দ (উদাহরণ: ইটালি)।[৭]

বেসরকারি তহবিল: নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি তহবিল বিভিন্ন ব্যক্তিগত উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই তহবিল দল এবং প্রার্থীর সমর্থকগণ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র আকারে (কখনও কখনও বড় আকারে) প্রদান করে থাকে। বেসরকারি তহবিলের মোট পাঁচটি প্রধান উৎস দেখা যায়: (১) সদস্যদের চাঁদা - দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মিত চাঁদা হিসেবে দেয় সর্বমোট অর্থের পরিমাণ; (২) সদস্য চাঁদার বাইরে দলীয় সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে/স্বেচ্ছায় প্রদেয় এককালীন অর্থ; (৩) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃক দেয় অর্থ (যেমন: ব্যবসায়ী, কর্পোরেশন, শিল্প মালিকদের এসোসিয়েশন, শ্রমিক ইউনিয়ন); (৪) লভ্যাংশ; এবং (৫) অর্থ সংগ্রহের জন্য দল কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ কার্যক্রম। আফগানিস্থান, বাহামা, ঘানা ইত্যাদি এ ধরনের কয়েকটি দেশ যেখানে বেসরকারি তহবিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।[৮]

মিশ্র তহবিল: রাজনৈতিক দলের মিশ্র অর্থায়ন জন তহবিল ও বেসরকারি তহবিলের সংমিশ্রণ। কিছু দেশে জন তহবিলের ব্যবস্থা চালু থাকলেও বেসরকারি তহবিলের আধিপত্য দেখা যায় যেমন: যুক্তরাজ্য, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মিশর)। আবার কোনো কোনো দেশে জন তহবিলের সাথে বেসরকারি অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকলেও তা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় (অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, মেক্সিকো ইত্যাদি)।

খ. নির্বাচনী প্রচারণা বহির্ভূত অর্থায়ন: নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর নানাবিধ প্রাত্যহিক ব্যয় যথা- অফিস ভাড়া প্রদান, কর্মচারীর বেতন প্রদান, ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুত, গ্যাস, পানির বিল প্রদান), রাজনৈতিক সভা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। এই সকল ব্যয় নির্বাচনী প্রচারণা বহির্ভূত ব্যয় হিসেবে বিবেচিত। যদিও রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত ব্যয় এবং নির্বাচন প্রচারণা বহির্ভূত ব্যয় এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা কঠিন তবুও সাধারণভাবে বলা যায়, দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক দল কর্তৃক আয় ও ব্যয়ই নির্বাচনী প্রচারণা বহির্ভূত অর্থায়ন। নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়নের ন্যায় নির্বাচনী প্রচারণা বহির্ভূত অর্থায়নকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) সম্পূর্ণ জন তহবিল (Exclusively public funding) (২) সম্পূর্ণ বেসরকারি তহবিল (Exclusively private funding) (৩) জন তহবিল ও বেসরকারি তহবিলের মিশ্রণ (Mixed funding)।[৯]

যদিও পৃথিবীর স্বল্প সংখ্যক দেশে প্রধানত জন তহবিলের আধিপত্য (৭০-৮০% অর্থ জন তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়) দেখা যায়, International IDEA এর তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র জন তহবিল দ্বারা নির্বাচন বহির্ভূত সময়ের খরচ মেটায়।[১০] আর্জেন্টিনা এমন একটি দেশ যেখানে নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি তহবিলের সাথে রাজনৈতিক দলকে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন তহবিল বরাদ্দ করা হয় (এই তহবিল রাজনৈতিক দলের স্থায়ী তহবিল- *Fondo Partidario Permanente*—FPP হিসেবে পরিচিত)।[১১] কিন্তু বেশিরভাগ দেশেই নির্বাচন বহির্ভূত খরচ মেটাতে শুধুমাত্র বেসরকারি তহবিলের ব্যবহার করতে দেখা যায়।

৩. রাজনৈতিক অর্থায়ন: আন্তর্জাতিক নিয়ম (Norms) ও মানদন্ড (Standards)

রাজনৈতিক তহবিল বা অর্থায়ন বিষয়ে সর্বসম্মত এবং অনুসরণযোগ্য কোনো যথার্থ আদর্শ (model) নেই। ২০০৪ সালে Casals and Associates পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায়, "জরিপকৃত দেশগুলোর প্রতি চারটি দেশেই রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করা হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি তহবিল নিয়ন্ত্রনের জন্য ভিন্ন ধরনের আইনী কাঠামো ও বিধিমালা অনুসরন করা হয়।"[১২] এতদসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ডের বিষয়ে একমত পোষণ করে থাকেন। দুর্নীতি-বিরোধী জাতিসংঘ সনদ (UN Convention Against Corruption) (ধারা-৭.৩) অনুযায়ী এ সনদ অনুস্বাক্ষরকারী "প্রতিটি দেশ সরকারি পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশে বিদ্যমান আইনে বর্ণিত গণতান্ত্রিক মূলনীতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত আইনী এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে " রাজনৈতিক অর্থায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বের বেশ কিছু অঞ্চলের আঞ্চলিক সনদেও বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে স্থান দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-বিরোধী আফ্রিকান ইউনিয়ন সনদে (African Union Convention on Preventing and Combating Corruption) বলা হয়েছে, "অনুস্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক দল যাতে অবৈধভাবে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় আইনী ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এসব আইনে স্বচ্ছতার মূলনীতিসমূহ সংযোজন করবে।"[১৩] The Europe Commission for Democracy (ধারা-২.৩) প্রণীত *The Code of Good Practices in Electoral Matters* এ বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ন হতে হবে; আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় নির্বাচনী প্রচারণায়,

গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচারে (coverage) - বিশেষ করে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলের জন্য জন তহবিল প্রদানে ও সরকারি প্রচারণায় সম-সুযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।"

রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার মাত্রা বুঝার জন্য বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু হাতিয়ার (tool) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০০৯ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এবং কার্টার সেন্টার যৌথভাবে CRINIS[১৪] নামে এ ধরনের একটি হাতিয়ার উদ্ভাবন করে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু হাতিয়ার রয়েছে। এসব হাতিয়ার বিশ্লেষণ করে আমরা রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে নিম্নলিখিত বিভিন্ন মাত্রা (dimensions) খুঁজে পেয়েছি যা দ্বারা দলের তহবিল পরিচালনায় স্বচ্ছতার মাত্রা অনুধাবন করা যায়।[১৫]

- *আভ্যন্তরীন হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা (Internal bookkeeping)*: রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব আভ্যন্তরীনভাবে লিপিবদ্ধ করবে, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সরকারি আইন ও বিধি-বিধান, রাজনৈতিক দলের নিজস্ব নীতিমালা, দলের নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং আইন ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের সদিচ্ছার উপর। সংশ্লিষ্ট আইনী কাঠামোয় এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

- *নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন (Reporting to electoral management body)*: নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের নজরদারীত্ব (oversight) নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যমান আইনী কাঠামো অনুযায়ী রাজনৈতিক দল কর্তৃক জমাকৃত রাজনৈতিক তহবিল সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদনের ব্যাপ্তি থেকে দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার মাত্রা অনুধাবন করা যায়; এবং সে অনুযায়ী সরকারি নজরদারী কর্তৃপক্ষ অধিকতর তথ্যের জন্য বা নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করার সুযোগ পায়।

- *জনসাধারণের জন্য তথ্য উন্মুক্তকরণ (Disclosure of Information to the citizens)*: দেশে বিদ্যমান আইনী কাঠামোয় এমন ব্যবস্থা রাখা যাতে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যম, জনসাধারণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করে এবং আইনের এ বিধানগুলো যাতে যথাযথভাবে অনুশীলন করা হয় তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

- *প্রতিবেদনের ব্যাপকতা (Comprehensiveness of reporting)*: রাজনৈতিক দল কর্তৃক জমাকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের গভীরতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা- এ দুটি মাত্রা থেকে সন্নিবেশিত তথ্যের প্রকৃতি বুঝা যায়; এবং নির্বাচন কর্তৃপক্ষ এ প্রতিবেদন থেকে উপস্থাপিত তথ্যের গুণগত মান (quality) নির্ধারণ করতে পারে। আর্থিক এসব প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংগৃহীত নগদ অর্থ, ইন-কাইন্ড (in-kind) এবং অন্যান্য সকল আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে এবং একই সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যেমন: অর্থদাতার পরিচয়, নির্বাচন কমিশনের কাছে জমাকৃত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান অংশীজনের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা (perceived credibility) অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

- নিরীক্ষা (*Audit*): রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত আইনে এমন ধারা সংযোজন করা যাতে নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং অন্যান্য আর্থিক দলিলাদির উপর নিরীক্ষা নিশ্চিত করা যায় ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার

ব্যত্যয় ঘটলে সেগুলো চিহ্নিত করা যায়। এ ব্যবস্থা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে সঠিক ও যথার্থ প্রতিবেদন উপস্থাপনে সাহায্য করে।

- নজরদারীত্ব (*Oversight*): যে কোনো বাহ্যিক নজরদারীত্ব ব্যবস্থা (যেমন: আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পদ্ধতি) অন্যান্য নির্বাচনী অংশগ্রহনকারী, সুশীল সমাজ সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিক অর্থায়নে সন্দেহজনিত অনিয়ম সর্ম্পকে অবহিত করতে সাহায্য করে।

- *তদন্ত ও অনুসন্ধান* (*Investigation)*: রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে সম্ভাব্য অনিয়ম, ভূল বা জালিয়াতি থাকলে, এবং আইনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধারা লংঘিত হলে সংশ্লিষ্ট আইনে তা অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্চনীয়। আইনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নথিপত্র তলবের বিধান, প্রার্থী ও সাক্ষীদের সাক্ষীগ্রহণের ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী প্রচারণা অফিসে প্রবেশাধিকার ও নথিপত্র পর্যালোচনার বিধান থাকা আবশ্যক।

- আলাপ-আলোচনা (*Negotiation*): রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত আইনে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলের অর্থায়ন সংক্রান্ত আইনে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির (alternative dispute resolution) ব্যবহারের বিধান রাখা যেতে পারে।

- *প্রশাসনিক* (*Administrative penalties*) *দন্ড*: অপেক্ষাকৃত গৌণ বা সাধারণ অনিয়মের জন্য রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত আইনে দন্ড আরোপের "কঠোর বাধ্যবাধকতা" (strict liability) থাকা উচিত, এবং ক্রমানুযায়ী গুরুতর বা জটিল অপরাধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

- *দেওয়ানী ব্যবস্থা গ্রহণ* (*Civil prosecution*): রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করতে দেওয়ানী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ আদালত বা বিশেষায়িত আদালতের ব্যবস্থা থাকা বা/এবং আর্থিক জরিমানা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ আদেশ (injunctions) জারির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

- *ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণ* (*Criminal prosecution*): রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হলে নির্বাচনী আইনী কাঠামোয় ঐসব অপরাধের জন্য ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকা আবশ্যক।

৪. ফলপ্রসু অনুশীলন: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজনৈতিক অর্থায়নের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ও অনুসরণযোগ্য কোনো যথার্থ আদর্শ (model) নেই। এতদসত্বেও, বিশ্বব্যাপী বেশ কিছু কার্যকর অনুশীলন দেখতে পাওয়া যায়। এদের কয়েকটি সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হল:

যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক দলের তহবিল জমাদানে সুনির্দিষ্ট সময়সূচি: যুক্তরাজ্যের নির্বাচন কমিশন (UK Electoral Commission) এ রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংগৃহীত সকল রকমের আয় ও অনুদান সম্পর্কিত তথ্য সুনির্দিষ্ট দিনপঞ্জী অনুযায়ী উন্মোচনের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিধান রয়েছে। এ দিনপঞ্জী অনুসারে, রাজনৈতিক দল বছরে চারবার তাদের তহবিল নির্বাচন কমিশনে উন্মোচন করে (সারণি-১)।

সারণি ১: যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলের তহবিল উন্মোচনের সময়সূচি[১৬]

প্রতিবেদনের নাম	সময়কাল	তারিখ
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	০১ জানুয়ারি-৩১ মার্চ	৩০ এপ্রিল
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	০১ এপ্রিল-৩০ জুন	৩০ জুলাই
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	০১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ অক্টোবর
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	০১ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	৩০ জানুয়ারি

কোন অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো রাজনৈতিক দল বছরে ২৫,০০০ পাউন্ড এর বেশী অর্থ অনুদান বা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলে ঐ বছরের পূর্বে, মধ্যে বা পরে উক্ত অনুদান সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। কমিশন সেসব তথ্য এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক ও নির্বাচন সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়ে আইনের লঙ্ঘন তদন্ত করতে পারে এবং ফৌজদারী আইনের আওতায় অনুসন্ধান (criminal investigation) না করে প্রধানত দেওয়ানী শাস্তি (civil sanctions) আরোপ করতে পারে যেমন: জরিমানা করা অথবা জমাকৃত প্রদিবেদন সংশোধন করার নোটিশ ইত্যাদি)।

জার্মানীতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদানের উৎস ও পরিমাণ প্রকাশ করার বিধান: জার্মানীর মৌলিক আইনের ২১(১) ধারা এবং রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইনের ২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দল; সে দল সরকারি তহবিল থেকে অর্থ প্রাপ্তির যোগ্যতাসম্পন্ন হোক বা না হোক; তাদেরকে অবশ্যই সম্পত্তির হিসাব, সেগুলোর উৎস এবং কোথায় কিভাবে সে অর্থ খরচ করা হচ্ছে সে সংক্রান্ত হিসাবের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হয়। এ ধরনের প্রতিবেদন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রাদেশিক (federal) কমিটি, ল্যান্ড (*Land*) কমিটি এবং অধীনস্ত আঞ্চলিক (subordinated regional) কমিটি কর্তৃক আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হয়। রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইনের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলগুলোকে উক্ত হিসাব প্রতিবেদনের পরিধি ও কাঠামো সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে হয়; এবং প্রতিবেদনের সাথে ২৪(৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবশ্যকীয় (requirements) কিছু শর্ত পালন করে ঐসব সম্পত্তির বর্ণনা এবং দায় সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক নোট সংযুক্ত করতে হয়। উক্ত হিসাব প্রতিবেদন (statement of account) সাধারণভাবে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত (নিরীক্ষক অথবা নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান) হতে হয়; এবং নিরীক্ষণের উপর যথাযথ মতামতসহ ঐসব প্রতিবেদন জার্মান আইনসভায় (German Bundestag) জমা দিতে হয়। আইনসভা এর নিজস্ব প্রকাশনা হিসাবে এসব প্রতিবেদন প্রকাশ করে (রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইনের ২৩(২) অনুচ্ছেদ)।

কানাডায় তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্বাচনী খরচের স্বচ্ছতা: কানাডায় রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও ব্যক্তি এবং অনিবন্ধিত গোষ্ঠী যারা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে পরিচিত তারা প্রার্থী বা দলের পক্ষে প্রচারণা করতে পারে। কিন্তু এসব তৃতীয় পক্ষ বা ব্যক্তি যদি প্রচারণার জন্য এককভাবে ৫০০ কানাডিয়ান ডলারের বেশী অর্থ ব্যয় করে তাহলে তাকে "তৃতীয় পক্ষ" হিসেব কানাডা নির্বাচন কমিশনের (Elections Canada) সাথে নিবন্ধিত হতে হয়। তৃতীয় পক্ষের প্রচারণার জন্য ব্যয়-সীমার দুটি নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার উল্লেখ করা আছে: সংসদীয় এলাকার আঞ্চলিক নির্বাচনের জন্য ৩,০০০ ডলার এবং সর্বমোট ১৫০,০০০ ডলার। এসব তৃতীয় পক্ষকে কানাডার

নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে মোট ৬৩টি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।[১৭]

ভারতে নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রতিদিনের হিসাব পরিদর্শন: ভারতে প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থীকে বা তার নির্বাচনী এজেন্টকে নির্বাচনে প্রার্থী হবার দিন থেকে শুরু করে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত প্রতি দিনের যাবতীয় নির্বাচনী খরচের একটি আলাদা এবং সঠিক হিসাব রাখতে হয় এবং এই হিসাব প্রার্থী নিজে বা তার এজেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। দৈনন্দিন এই খরচের হিসাব যাবতীয় প্রামানিক বিল/ভাউচারসহ একটি রেজিস্টার বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং এই রেজিস্টার বই নির্বাচনী প্রচারণাকালে রিটার্নিং অফিসার বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষক বা এতদউদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তার কাছে কমপক্ষে তিনবার পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করতে হয়। রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার জন্য উক্ত রেজিস্টার পরিদর্শনের জন্য একটি সময়-সূচি প্রণয়ন করেন এবং প্রার্থীদেরকে আগে থেকে পরিদর্শনের তারিখ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের দিন বা প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তৃতীয় দিন পরিদর্শনের প্রথম তারিখ নির্ধারণ করা হয়; প্রায় চার দিন করে বিরতী দিয়ে পরিদর্শনের অন্য দিন ঠিক করা হয়। কোনো প্রার্থী রেজিস্টার বই রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে এবং খরচের প্রামানিক বিল/ভাউচার চাহিদা অনুযায়ী পরিদর্শনের জন্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে ভারতীয় ফৌজদারী দন্ডবিধির (Indian Penal Code) ১৭১-১ ধারা অনুযায়ী অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।[১৮]

আর্জেন্টিনায় সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক (actors) হিসেবে কাজ করে: আর্জেন্টিনায় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক (*actors*) হিসেবে কাজ করছে। ১৯৯৬ সাল থেকে *Poder Ciudadano* নামে একটি বিখ্যাত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক দলের তহবিল এবং নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সুনিদিষ্টভাবে রাজনৈতিক দলের আয় ও ব্যয় পর্যবেক্ষণ, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন থেকে প্রচারণার প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ বের করা এবং বিভিন্ন অর্থদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান বিশ্লেষণ করে থাকে। *Poder Ciudadano* বিভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রকাশ এবং নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থ পরিদর্শন (monitor) করার জন্য গণমাধ্যমের সাথে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। *Poder Ciudadano* ছাড়াও আরও কিছু এনজিও ও সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক অর্থায়ন সংক্রান্ত সংস্কার নিয়ে কাজ করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকর পদক্ষেপ ছাড়া রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয় না।[১৯]

মেসিডোনিয়ায় আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি ও জরিমানা: কোনো নির্বাচনী প্রচারণা সংগঠক যদি নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় পরিদর্শনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে, নির্বাচনী ব্যয়-সংক্রান্ত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে কিংবা আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করলে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অগ্রহণযোগ্য/নিষিদ্ধ ঘোষিত (inadmissible) অর্থ ব্যবহার করলে শাস্তি হিসেবে সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উল্লেখিত আইন অনুযায়ী কোনো অর্থদাতা রাজনৈতিক দলকে দেয় অনুদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে, নির্বাচনী প্রচারণায় অগ্রহণযোগ্য/নিষিদ্ধ ঘোষিত (inadmissible) অর্থ সরবরাহ করলে, আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করলে, নির্বাচন-সংক্রান্ত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হলে কিংবা অনুদান সম্পর্কে অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে বা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় পরিদর্শনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে তার

জন্যও অনুরূপ শাস্তির বিধান রয়েছে। অধিকন্তু, কোনো অর্থদাতা নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করলে তাকে তাৎক্ষনিকভাবে (natural persons) ১,০০০ থেকে ২,০০০ ইউরো জরিমানা অথবা আইনী ধারা (legal entity) অনুযায়ী ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ ইউরো জরিমানা করা হয়।[২০]

কোষ্টারিকায় নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন জমাদান: নির্বাচনের ৮ সপ্তাহ পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী ব্যয়ের প্রাক্কলিত বাজেট নির্বাচন কমিশনের (*Tribunal Supremo de Elecciones*-TSE) কাছে জমা দিতে হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন অনুমোদনের সময় প্রাক্কলিত বাজেটকে বিবেচনায় নিয়ে থাকে এবং মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক (Comptroller General-Contraloría) ঐ আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার সময়ও উক্ত প্রাক্কলিত বাজেট ব্যবহার করে থাকে।[২১]

৫.রাজনৈতিক অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের আইনী কাঠামো

বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রধান আইনী কাঠামো অর্থাৎ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী প্রচারণা এবং নির্বাচন-বহির্ভূত সময়কালের অর্থায়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে আরপিও প্রণয়ন করা হলেও প্রথম সংস্করণে নির্বাচনী বা রাজনৈতিক দলের ব্যয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো অধ্যায় সংযুক্ত ছিল না। ১৯৮৫ সালে এ আইনী কাঠামোয় সর্বপ্রথম "Chapter IIIA-Election Expenses" শিরোনামে নতুন একটি অধ্যায় সন্নিবেশন করা হয়, যা সরাসরি নির্বাচনী ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই অধ্যায়ের সংশোধন করা হয়। ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলের নির্বাচন-বহির্ভূত অর্থায়নের বিষয়টি এ আইনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। রাজনৈতিক দলের অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান আইনী কাঠামোর একটি বিশ্লেষণী সার-সংক্ষেপ (analytical synopsis) নিচে তুলে ধরা হল:

৫.১ নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশের নির্বাচনী আইনী কাঠামোতে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী উভয়ের জন্যই নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাচনী আইনে (আরপিও'র 44A ধারা) প্রার্থীদের জন্য "নির্বাচনী ব্যয়ের" একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে, "যে কোনো ব্যয় নির্বাহ বা খরচ করা, সে ব্যয় উপহার, ধার, অগ্রিম, আমানত (deposit) বা অন্য যে কোনোভাবেই হোক না কেন, তা যদি প্রার্থী নির্বাচনের সাথে আয়োজিত, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় বা এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কিংবা আনুষঙ্গিক কোনো কাজের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং প্রার্থীর মতামত, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ভোটারদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য যে কোনো রকম বিজ্ঞপ্তি বা প্রকাশনা বা অন্য কোনোভাবে উপস্থাপন করতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তা নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে পরিগণিত।"

৫.১.১ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত অর্থায়ন

অর্থের উৎস: বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের জন্য জন তহবিলের কোনো বিধান নেই।[২২] রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিগত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। আরপিও'র 44CC(1) ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল প্রার্থীর কাছ থেকে অথবা মনোনয়ন-প্রত্যাশী যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি বা উৎস থেকে তার/তাদের নাম, ঠিকানা ও প্রত্যেকের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং অর্থ গ্রহণের ধরণসহ (mode of receipt) অর্থ গ্রহণ করতে পারে। 44CC(4) ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে ২৫,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে (প্রায় ৩২৫ মার্কিন ডলার) গৃহীত অনুদান ব্যাংক চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। এ আইনে 'অন্য কোনো দেশ থেকে উপহার, অনুদান, মঞ্জুরী বা নগদ অর্থ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; একইভাবে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট অথবা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এ রকম ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত এনজিও থেকেও অর্থ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে'। বস্তুত: শুধুমাত্র বিদেশী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনুদান ছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে সকল ধরনের ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ করা যায়।

অর্থ গ্রহণের সীমা (Limit of income): গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী (আরপিও'র 90F ধারা) একটি রাজনৈতিক দল একটি পঞ্জিকা বছরে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা (প্রায় ১২,৫০০ মার্কিন ডলার) নগদ, সম্পত্তি বা সেবা হিসেবে অনুদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গৃহীত এই অনুদানের পরিমান ৫০ লক্ষ টাকা (প্রায় ৬২,৫০০ মার্কিন ডলার)।

নির্বাচনের পূর্বে দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নেই: নির্বাচনী আইনে নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা নেই।

আলাদা ব্যাংক হিসাব (bank account) রাখার ব্যবস্থা: নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্বাচনকালে প্রার্থী মনোনয়নদানকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এর যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখার বিধান রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক দলকে প্রার্থীর কাছ থেকে অথবা মনোনয়ন-প্রত্যাশী যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি বা উৎস থেকে ৫,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে গৃহীত অর্থ ঐসব ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও প্রত্যেকের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং অর্থ গ্রহণের ধরণসহ (mode of receipt) যথাযথ হিসাব রাখতে তফসিলী ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়।

ব্যয়ের সীমা: কোনো রাজনৈতিক দল ২০০ এর বেশী প্রার্থী মনোনয়ন দিলে সে দল নির্বাচনী প্রচারণায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (প্রায় ৫৭৬,৯০০ মার্কিন ডলার) ব্যয় করতে পারে। যে দল ১০০ এর বেশি কিন্তু ২০০ এর কম সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দিবে সে দলের জন্য এই ব্যয়সীমা ৩ কোটি টাকা (প্রায় ৩৮৪,৬০০ মার্কিন ডলার)। আবার ১০০ এর কম কিন্তু ৫০ এর বেশি সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়নকারী দলের জন্য এই খরচের পরিমাণ হবে দেড় কোটি টাকা (প্রায় ১৯২,৩০০ মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে প্রার্থীর সংখ্যা ৫০ জনের কম হলে দল কর্তৃক এই ব্যয়সীমা হবে ৭৫ লক্ষ টাকা (প্রায় ৯৬,১৫০ মার্কিন ডলার)। উল্লেখ্য যে, আইন অনুযায়ী দলীয় প্রধান দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভ্রমনের জন্য যে ব্যয় হবে তা উপরোক্ত ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

ব্যয়ের খাত: আরপিওতে বর্ণিত "নির্বাচনী ব্যয়ের" সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যে কোনো ব্যয় নির্বাহ বা খরচ করা, সে ব্যয় উপহার, ধার, অগ্রিম, আমানত (deposit) বা অন্য যে কোনোভাবেই হোক না কেন, তা যদি প্রার্থী নির্বাচনের সাথে আয়োজিত, নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় বা এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কিংবা আনুষঙ্গিক কোনো কাজের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং প্রার্থীর মতামত, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ভোটারদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য যে কোনো রকম বিজ্ঞপ্তি বা প্রকাশনা বা অন্য কোনোভাবে উপস্থাপন করতে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তা নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে পরিগণিত; কিন্তু প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় জামানত (deposit) হিসেবে জমাকৃত অর্থ এর অন্তর্ভূক্ত হবে না" [আরপিও'র 44AA ধারা]। রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় মেনিফেস্টোয় বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় দলের নীতিমালা, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধারণভাবে প্রচারে এবং দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য এ অর্থ ব্যয় করতে পারে [আরপিও'র 44CC(2) ধারা]।

প্রচারণাকালে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা: নির্বাচনী আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো "দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয় দলের নির্বাচনী ব্যয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদনে" উল্লেখপূর্বক জমা দিতে হবে [আরপিও'র 44CC(1) ধারা]। আইনের এ ধারা রাজনৈতিক দলগুলোকে সকল ধরনের ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখার একটি একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম করে দিয়েছে।

প্রচারণাকালে ব্যয়ের তহবিল উন্মুক্তকরণ: নির্বাচনী প্রচারণাকালে রাজনৈতিক দলকে এর প্রচারণার ব্যয়ের কোনো কিছুই উন্মুক্ত করতে হয় না; কিন্তু যেহেতু নির্বাচনের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে বিস্তারিত ব্যয়ের প্রতিবেদন জমা দিতে হয়, সেহেতু দলগুলোকে ঐ প্রতিবেদন সঠিকভাবে তৈরি করতে প্রতিদিনের ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ রাখতে হয়।

দলীয় প্রধান কর্তৃক অপরিমিত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী দলীয় প্রধান নিজ দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভ্রমনের জন্য অপরিমিত অর্থ করতে পারেন। ব্যয়িত এই অর্থ দল কর্তৃক নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ব্যয়িত অর্থের অর্ন্তভুক্ত হবে না। অধিকন্তু, দলীয় প্রধান কর্তৃক ব্যয়িত এই অর্থ নির্বাচন কমিশন বা অন্য কারো কাছে উন্মুক্তকরণের কোনো আইনী বিধান নেই।

নির্বাচনের পর আয়-ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্তকরণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের 44CCC(1) ধারা অনুযায়ী নির্বাচন শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে প্রার্থী মনোনয়নদানকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে দল কর্তৃক বা দলের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তৃক দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হয়। এই বিবরণ নির্বাচনের জন্য ব্যাংক হিসাবের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত (opening balance) এবং সমাপনী উদ্বৃত্ত (closing balance) সহ দলের মহাসচিব কর্তৃক সঠিক ও সম্পূর্ণ বলে প্রত্যায়িত হতে হবে [আরপিও'র 44CC(3) ধারা]।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শাস্তি/আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ: দল কর্তৃক নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ জমা দেয়ার সময় দলের মহাসচিব কর্তৃক 'সঠিক ও সম্পূর্ণ' বলে প্রত্যায়ন করা হয়। এই বিবরণে রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত (opening balance) এবং সমাপনী উদ্বৃত্ত (closing balance) উল্লেখ করতে হয় [গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ 44CCC(3) ধারা]। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচন সম্পর্কিত ব্যয়ের বিবরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং অন্ত:ত দুটি বিষয় লঙ্ঘিত হলে আইনে শাস্তির কথা

বলা হয়েছে: (১) যদি কোনো রাজনৈতিক দল ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করে বা অর্থ গ্রহণের ধরণ অনুসরণ না করে তাহলে সে দলকে ১,০০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে; (২) যদি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (বর্ধিত সময়সহ) নির্বাচনী ব্যয়ের বিবৃতি নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঐ দলের নিবন্ধন বাতিল করা হতে পারে।

৫.১.২ নির্বাচনে প্রার্থীর অর্থায়ন

অর্থের উৎস: বাংলাদেশে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অর্থের যোগানদাতা হিসেবে যে কয়টি উৎসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হল: (১) প্রার্থীর নিজের আয়; (২) আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার গ্রহণ; (৩) আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে অনুদান গ্রহন; (৪) আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে ধার গ্রহণ; (৫) আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ এবং (৬) অন্যান্য। এর অর্থ হচ্ছে একজন প্রার্থী বিদেশী উৎস থেকেও অনুদান গ্রহণে কোনো বাধা নেই।

নির্বাচনের আগে প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস উন্মুক্তকরণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের 44AA ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক প্রতিযোগী প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় নির্ধারিত ফরমে তার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে একটি বিবৃতি জমা দিতে হয়; এ বিবৃতিতে প্রার্থীকে যেসব বিষয় উল্লেখ করতে হয় সেগুলো হল : (ক) প্রার্থীর নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত অর্থের উৎস; (খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্জ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ ও তাদের আয়ের উৎস; (৩) কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কর্জ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; (৪) কোনো প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোনো সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ; এবং (৫) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ। প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ২০ নং ফরমের মাধ্যমে এসব তথ্য জমা দিতে হয়।

আলাদা ব্যাংক হিসাব (bank account) রাখার ব্যবস্থা: নির্বাচনী আইনের 44BB ধারা অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তার এজেন্টকে 'ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য যথাযথ হিসাব রাখতে তফসিলী ব্যাংকে একটি আলাদা হিসাব খোলার বিধান রাখা হয়েছে [আরপিও'র 44BB ধারা]। প্রার্থীকে এ ব্যাংক একাউন্টে অর্থ থেকে সকল নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

ব্যয়ের সীমা: ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী একটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের সীমা ছিল ৫০,০০০ টাকা (প্রায় ২,৫০০ মার্কিন ডলার)। ১৯৯১ সালে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা বাড়িয়ে ৩০০,০০০ টাকা (প্রায় ৯,০০০ মার্কিন ডলার) করা হয়। ১৯৯৬ সালে পুনরায় তা পরিবর্তন করে ৫০০,০০০ টাকায় (প্রায় ১১,০০০ মার্কিন ডলার) উন্নীত করা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মত প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করে; এবং এই হিসাবের উপর ভিত্তি করে প্রার্থী কর্তৃক ব্যয়ের সীমা ১৫০০,০০০ টাকা (প্রায় ১৮,৭৫০ মার্কিন ডলার)। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ব্যয়ের এই সীমা আবার পরিবর্তন করে ২৫০০,০০০ টাকা (প্রায় ৩২,০৫০ মার্কিন ডলার) করা হয়।

ব্যয়ের খাত: নির্বাচনী আইনী কাঠামোয় যে কয়েকটি খাতে নির্বাচনী ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হল মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয়, ডাক খরচ, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাট ব্যয়ের জন্য মূল্য পরিশোধ; একটি মাত্র রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ; প্যান্ডেল স্থাপন, নির্বাচনী এলাকায় (একই সময়ে তিন এর অধিক নয়) মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার; নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, প্রার্থীর প্রতিক প্রদর্শন ইত্যাদি কাজের জন্য এ অর্থ ব্যয় করতে পারে। নির্বাচন কমিশন এ সকল প্রচারণামূলক কাজের জন্য একটি নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। আইনে আরও বলা হয়েছে নির্বাচনী প্রচারণায় - যেমন কাপড়ের ব্যানার তৈরিতে; ভোটারদেরকে কোনো ধরনের আপ্যায়নে; যে কোনো ধরনের স্থলযান বা জলযান যেমন: ট্রাক, বাস, কার, টেক্সি, মোটর সাইকেল এবং স্পিডবোট ইত্যাদি ব্যবহার করে কোনো ধরনের শোভাযাত্রা (procession) করতে; ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আনা বা নেওয়ার জন্য কোনো জলযান বা স্থলযান ভাড়া বা ব্যবহার করতে; বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো রকম আলোকসজ্জা করতে; একের অধিক রং সম্বলিত প্রতিক বা কোনো প্রার্থীর ছবি/প্রতিকৃতি ব্যবহার করতে; কালি বা রং ব্যবহার করে বা অন্য কোনোভাবে লিখনের কাজে; এবং নির্বাচনের দিন নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করতে কোন প্রকার অর্থ ব্যবহার করা যাবে না।

প্রচারণাকালে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা: নির্বাচনী আইন অনুযায়ী যদিও প্রার্থীকে (অথবা তার এজেন্ট কিংবা তার পক্ষে অন্য কেউ) নির্বাচনী প্রচারণাকালে তার ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্ত করতে হয় না, কিন্তু তাকে প্রতিদিনের ব্যয়ের হিসাব যাবতীয় বিল/ভাউচারসহ লিপিবদ্ধ রাখতে হয়। [আরপিও'র 44C(1) ধারা]।

প্রচারণাকালে ব্যয়ের তহবিল উন্মুক্তকরণ/পরিদর্শন: নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রার্থীকে তার প্রচারণার ব্যয়ের কোনো কিছুই নির্বাচন কমিশন বা অন্য কারো কাছে সাপ্তাহিক বা দৈনিক ভিত্তিতে উন্মুক্ত করতে হয় না। অধিকন্তু; কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঐ তহবিল/ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন চলাকালে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।

নির্বাচনের পর আয়-ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্তকরণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের 44C ধারা অনুযায়ী "নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে আরপি'ওর ১৯ এবং ৩৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হয়। জমাকৃত এই প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে: (ক) প্রত্যেক দিন ব্যয়িত অর্থের বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সকল বিল, রসিদ ও ভাউচারসমূহ; (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের 44BB অনুচ্ছেদে (এ) দফায় বর্ণিত তফসিলী ব্যাংকে খোলা একাউন্টে জমাকৃত অর্থ এবং উক্ত একাউন্ট হতে উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়িত বিবরণী; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে; (ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর একটি বিবরণী; (ঙ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী। নির্বাচন কমিশন প্রণীত ফরম নং ২১ এর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বা তার এজেন্টকে (যদি থাকে) হলফনামাসহ নির্বাচন কমিশন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শাস্তি/আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বর্ণিত ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে অপরাধের জন্য অনুন্য দুই বছর ও অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হতে পারে। যেসব অপরাধের কারণে এ ধরণের শাস্তি হতে পারে সেগুলো: (১) যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী (বা তার এজেন্ট) আইনে

উল্লেখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থ গ্রহণ বা খরচ করার পরও তা প্রতিবেদনে প্রকাশ না করেন; (২) নির্বাচনী ব্যয় সীমা অতিক্রম করে বা অবৈধ কার্যক্রমের জন্য অর্থ খরচ করলে; (৩) আইনের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস বা নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী জমা দিতে ব্যর্থ হলে (আরপি'র ৭৩ এবং ৭৪ ধারা)। কিন্তু নির্বাচন কমিশন প্রার্থী কর্তৃক জমাকৃত সকল ব্যয় বিবরণী কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

৫.২ নির্বাচন-বহির্ভূত অর্থায়ন

বাংলাদেশে নির্বাচন-বহির্ভূত অর্থায়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য।

অর্থের উৎস: নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থায়নের ন্যায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচন-বহির্ভূত সময়ে খরচের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো জন তহবিলের বিধান নেই। যদিও রাজনৈতিক দল নির্বাচন-বহির্ভূত সময়ের খরচ মেটানোর জন্য বেসরকারি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে বলে আইনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আইনি কাঠামোয় খুব স্বচ্ছভাবে এ ধরনের অর্থের উৎস সম্পর্কে বলা হয়নি। আরপিও'র 44 ধারায়, যেখানে মূলত নির্বাচনকালীন সময়ের অর্থায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে; এতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক ২৫,০০০ টাকার (প্রায় ৩২৫ মার্কিন ডলার) অধিক অর্থ অনুদান হিসেবে গ্রহণ করলে তা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আইনে 'অন্য কোনো দেশ থেকে উপহার, অনুদান, মঞ্জুরী বা নগদ অর্থ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; একইভাবে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট অথবা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এ রকম ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত এনজিও থেকেও অর্থ গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে'।

আয়-ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্তকরণ: রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এ বর্ণিত বিধি অনুযায়ী প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতি বছর ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন একটি নিবন্ধিত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা-পূর্বক নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হয়। কিন্তু নিরীক্ষিত এই প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দল কখনও প্রকাশ করে না। তাই বলা যায় বাংলাদেশে নির্বাচন-বহির্ভূত রাজনৈতিক দলের অর্থায়ণ জনগনের জন্য উন্মুক্তকরনের বাধ্যতামূলক কোন বিধান নেই।

আভ্যন্তরীন হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা: রাজনৈতিক দল নির্বাচন-বহির্ভূত সময়কালে কিভাবে আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা (guidelines) নেই। বিধিমালায় শুধুমাত্র বলা হয়েছে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতি বছর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শাস্তি/আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ: আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত কোনো দলের কাছে যে সকল তথ্য চাইবে সেসব তথ্য এবং অডিট প্রতিবেদন পর পর তিন বছর জমা দিতে ব্যর্থ হলে ঐ দলের নিবন্ধন বাতিল করা হতে পারে (আরপিও'র 90H ধারা)।

৬. ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক অর্থায়ন

৬.১ রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয় উন্মুক্তকরণ

২০১৪ নির্বাচনে যে ১২ টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে তার মধ্যে সবগুলো দলই তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন এসব প্রতিবেদন আলাদাভাবে কমিশনের ওয়েবসাইটে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংকলন এবং মন্তব্য ছাড়াই প্রকাশ করেছে।

সারণি ২: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ[২৩]

রাজনৈতিক দলের নাম	মোট নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থী প্রতি গড় ব্যয় (টাকা)
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৯৪,০০০	৬	১৫,৬৬৭
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	৫৭,৯৮,০০০	২২	২৬৩,৫৪৫
জাতীয় পার্টি-জেপি	১২,৩৬,০০০	২৮	৪৪,১৪৩
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৫৩,৯২,৭১২	২৪৭	১০২,৮০৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১০০,০০০	২৪	৪,১৬৭
গণতন্ত্রী পার্টি	৬০,০০০	১	৬০,০০০
ওয়াকার্স পার্টি	৫১,৩১,০০০	১৮	২৮৫,০৫৬
গণফ্রন্ট	২১,০০০	১	২১,০০০
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	১১৬,৬৭৫	৩	৩৮,৮৯২
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ	০০	২	০০
বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট	০০	১	০০
জাতীয় পার্টি	২০,৫০০,০০০	৮৬	২৩৮,৩৭২
মোট	৫৮,৪৪৯,৩৮৭	৪৩৯	১৩৩,১৪২

দ্রষ্টব্য: মোট স্বতন্ত্র প্রার্থীর (independent candidates) সংখ্যা ছিল ১০৪ যা এ সারণিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি

সারণি ২ থেকে দেখা যায় নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশী প্রার্থী (২৪৭ জন) মনোনয়ন দিয়েছিল এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি সর্বমোট ২,৫৩,৯২,৭১২ টাকা (৩২৯,৭৭৫ মার্কিন ডলার) ব্যয় করেছে যা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী । এ রাজনৈতিক দলটির প্রার্থী প্রতি গড় ব্যয়ের পরিমান ১০২,৮০৫ টাকা (১,৩৩৫ মার্কিন ডলার)। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দলটি মোট ২৬৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল এবং মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ৩,৬০,২৬,৯৭৪ টাকা (৪৬৭,৮৮৩ মার্কিন ডলার) ।

জাতীয় পার্টি নির্বাচনে মোট ৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল এবং এ দলটির মোট নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমান ছিল ৩,৬০,২৬,৯৭৪ টাকা (৪৬৭,৮৮৩ মার্কিন ডলার) যা নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়। দলটির প্রার্থী প্রতি গড় ব্যয়ের পরিমান ২৩৮,৩৭২ টাকা (৩,০৯৬ মার্কিন ডলার) যা আওয়ামী লীগ এর খরচের দ্বিগুণ। এ নির্বাচনে ওয়াকার্স পার্টি প্রার্থী প্রতি গড়ে সবচেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করেছে (২৮৫,০৫৬ টাকা বা ৩,৭০২ মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ও বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট এ নির্বাচনে কোন অর্থ ব্যয় করেনি। নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ৫৮,৪৪৯,৩৮৭ টাকা (৭৫৯,০৮৩ মার্কিন ডলার)।

রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণ জমা দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এর নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে; এ ফরমটিতে মোট সাত ধরনের ব্যয়ের বর্ণনা কথা বলা হয়েছে: (১) দল কর্তৃক প্রার্থীকে অনুদান প্রদান (২) নির্বাচনী প্রচারণা

সামগ্রী মুদ্রণ (৩) গাড়ী ভাড়া (৪) জনসভা আয়োজন (৫) কর্মচারীর বেতন-ভাতা (৬) অফিস ভাড়া এবং প্রশাসনিক ব্যয় এবং (৭) অন্যান্য।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণ পাওয়ার পর তা কমিশনের ওয়েবসাইটে কোনপ্রকার সংকলন, নিরীক্ষণ ও মন্তব্য ছাড়াই প্রকাশ করেছে।

৬.২ রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন-বহির্ভূত ব্যয় বিবরণী উন্মুক্তকরণ

রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা: এই নীতি-নির্ধারণী পত্রের ৫.১.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতি বছর ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হয়। ২০১৪ সালের ১৬ জুন তারিখে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য চিঠি প্রদান করা সত্ত্বেও ৩১ জুলাই তারিখে ৪০টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ২৬টি ছোট দল ২০১৩ পঞ্জিকা বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেয়নি সেগুলো হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।[২৪] এ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করেছিল, যদিও আইনী কাঠামোয় সময়সীমা বৃদ্ধির কোনো সুযোগ উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে ০৬ আগস্ট এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় এই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য আরো এক মাস সময় বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময়কাল বাড়ানোর জন্য আবেদন করলেও মহামান্য হাই কোর্টের রায়ে দলটির নিবন্ধন অবৈধ ঘোষনা করায় এবং আপিল বিভাগে মামলাটি নিস্পত্তি না হওয়ায় নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন স্থগিত রাখায় তাদের আবেদন মঞ্জুর করেনি।[২৫]

গত আগস্ট মাসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিয়েছে; প্রতিবেদনটি নির্বাচন কমিশন অথবা বিএনপি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়নি। প্রতিবেদনটিতে উক্ত সময়কালে দলটির আয় দেখানো হয়েছে ৭৬,০৫,৭৬১ টাকা (প্রায় মার্কিন ডলার ৯৭,৫০৯) এবং ব্যয় দেখানো হয়েছে ২২৭,০০,৩৬২ টাকা (প্রায় মার্কিন ডলার ২৯১,০৩০) যা আয়ের তিনগুণ (দি ডেইলি স্টার, ১৫ আগস্ট, ২০১৪)। অন্যদিকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এই দলটির আয় ও ব্যয়ের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৭৯,১২,২৩১ টাকা ও ২২৬,৯৩,১৪৩ টাকা।[২৬]

৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিয়েছে। এই সময়কালে দলটির মোট আয়ের পরিমান ছিল ১২,৪০,০০,০০০ টাকা (প্রায় মার্কিন ডলার ১,৬১০,৩৮৯) এবং মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ৬,৭০,০০,০০০ টাকা (প্রায় মার্কিন ডলার ৮৭০,১৩০)। দলটির এই আয়ের মূল উৎস ছিল ৫

বক্স ১: অনুদান সংগ্রহের দৃষ্টান্ত

২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মবর্ষিকী উদযাপন করার জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়ক ও সড়ক দ্বীপ বিলবোর্ড দিয়ে সাজানোর জন্য ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ঢাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ চেয়ে চিঠি প্রদান করে।

উৎস: বাংলাদেশ প্রতিদিন, (০৫ আগস্ট, ২০১৪)

জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিক্রি; এ থেকে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য যেসব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল যেগুলো ছিল দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য, আইনপ্রনেতা, সাধারণ সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ, বই ও পুরাতন কাগজপত্র বিক্রয় এবং ব্যাংকের জমাকৃত আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদ। এছাড়াও যে সমস্ত সংসদ সদস্য ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, তারা প্রত্যেকে ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগেই দলীয় প্রধানের নির্দেশনায় দলীয় তহবিলে ১০,০০,০০০ করে টাকা অনুদান দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে মোট ১২৭ জন এমপি আওয়ামী লীগ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। (দি ডেইলি স্টার, ৩১ আগস্ট, ২০১৪)।

নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন উন্মুক্তকরণ (Disclosure): ২০০৮ সালের এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন কখনই নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক জনগনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন কি উদ্দেশ্যে এই আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করছে সে সম্পর্কে আইনেও সুপষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত এই সকল প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য নির্বাচন কমিশন যাচাই করে কিনা বা দলগুলোর কাছে এ বিষয়ে অধিকতর ব্যাখা চাওয়া হয় কিনা সে সম্পর্কে অদৌ কোন কিছু জানা যায়নি।

৬.৩ প্রার্থীর অর্থায়ন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের দ্বারা ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমান ছিল ৪৫৫,২৪৮,৯৬০.৫০ টাকা (প্রায় মার্কিন ডলার ৫,৯১২,৩২৪০)। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী, যারা নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ (২৪৫,৫০৭,৮০১.৯০ টাকা) ব্যয় করেছে। সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করেছিল বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট (বিআইএফ); নির্বাচনে দলটির মাত্র একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিল। এই নির্বাচনে গড়ে সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ ব্যয় করেছিল জাতীয় পার্টির প্রার্থীগণ এবং সবচেয়ে কম পরিমান অর্থ ব্যয় করেছিল বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্ট (বিআইএফ) এর প্রার্থীরা। (সারণি-৩)

সারণি-৩: প্রার্থী কর্তৃক ব্যয়[২৭]

রাজনৈতিক দল	মোট খরচ (টাকা)	প্রার্থী কর্তৃক গড় ব্যয়িত অর্থ (টাকা)
আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ	২৪৫,৫০৭,৮০১.৯০	৯৯৩,৯৫৯
জাতীয় পার্টির প্রার্থীগণ	১৪৫,৯৮০,৭৩৮.৩৫	১,৬৯৭,৪৫০
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এর প্রার্থীগণ	১৭,১৪২,০৭১.২৫	৭১৪,২৫৩
ওয়াকার্স পার্টির্র প্রার্থীগণ	১৮,২৭৬,৪৭৬.০০	১,০১৫,৩৬০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফ্রন্টের (বিএনএফ) প্রার্থীগণ	১৬,৬৭৪,৮৬৯.০০	৭৫৭,৯৪৯
গণতন্ত্রী পার্টির প্রার্থীগণ	১২০,০০০.০০	১২০,০০০
গণফ্রন্টের প্রার্থীগণ	৫২,০০০.০০	৫২,০০০
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির্র (ন্যাপ) প্রার্থীগণ	২১৯,৬০০.০০	৩৬,৬০০
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থীগণ	৪৪৯,৮২০.০০	২২৪,৯১০
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের প্রার্থীগণ	৪,০৭৪,৪১০.০০	১,৩৫৮,১৩৭
জাতীয় পাটির-জেপি প্রার্থীগণ	৬,৭১৪,৬৭৪.০০	২৩৯,৮১০
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট এর প্রার্থীগণ	৩৬,৫০০	৩৬,৫০০
মোট অর্থের পরিমান	**৪৫৫,২৪৮,৯৬০.৫০**	

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ আলাদাভাবে গড়ে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, যার পরিমান ছিল ২,৪৯৯,৯১৫ টাকা। যেসব প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করেছেন।

৭. উপসংহার এবং সুপারিশমালা

৭.১ উপসংহার

সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থার অনেক বিকাশ সাধন হয়েছে এবং বর্তমান আইনী কাঠামোয় বেশকিছু ভালো দিক লক্ষ্য করা যায়: (১) প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত ব্যয়ের সাম্ভাব্য উৎসের বিবরণী জমা দেওয়ার নিয়ম (২) নির্বাচনের পর প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণী উন্মুক্তকরণ (৩) নির্বাচনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী উভয়ের জন্য ব্যয়সীমা নির্দিষ্টকরণ (৪) নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্বাচন-বহির্ভূত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা এবং (৫) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে একটি রাজনৈতিক দল পঞ্জিকা বছরে সর্বোচ্চ কত টাকা অনুদান হিসেবে নিতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা এই নীতি-নির্ধারণী পত্রে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে; নিচে সংক্ষেপে এগুলো আবার বর্ণনা করা হল। এসব দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থাকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা বলা যায় না।

- বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায়/রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে জন তহবিলের কোন ব্যবস্থা নেই; কিন্তু জন তহবিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি সকলের মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করতে পারে যা রাজনৈতিক সমতা আনয়নে সহায়ক।
- রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংগৃহীত অনুদান/বেসরকারি অর্থ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয় না। ফলে বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দলকে কে কি পরিমান অর্থ প্রদান করছে তা জানার কোনো ব্যবস্থা নেই; এ কারণে বেসরকারি অনুদান এখনও পর্যন্ত গোপন থেকে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে সকল ধরনের ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ করা যায়।
- নির্বাচন-বহির্ভূত সময়ে রাজনৈতিক দলের জন্য আয় ও ব্যয়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।
- রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ হিসাব রক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক কোনো বিধান নেই। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে জমাকৃত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন অথবা রাজনৈতিক দল কারো দ্বারাই জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করা হয় না।
- দলীয় প্রধান নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করতে পারেন এবং এ ব্যয় সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হয় না।
- রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় কার্যকর ও শক্তিশালী নজরদারিত্ব এবং স্বাধীন মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই।
- যদিও প্রার্থী কর্তৃক ব্যয়ের বিবরণ উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আইনী বিধান থাকা সত্ত্বেও এসব তথ্যের যাচাই ও নিরীক্ষণ না করায় এবং আইনী বিধান লঙ্ঘনে শাস্তি আরোপ না করায় এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেছে।
- রাজনৈতিক তহবিলে অর্থের যোগান পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না।

একটি স্বচ্ছ ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। যদিও অল্প কয়েকটি দেশে শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় মেটাতে জন তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বেশিরভাগ দেশেই নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ (Election management body-EMB) কর্তৃক বেসরকারি তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণ করে অথবা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয়। আমরা বিশ্বাস করি পরিমিত (limited) জন তহবিলের পাশাপাশি জবাবদিহি মূলক বেসরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক অর্থায়ন নিশ্চিত হবে। নিম্নলিখিত সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহি মূলক এবং আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

৭.২ সুপারিশমালা এবং নীতি নির্ধারণে সম্ভাব্য প্রভাব

রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নে জন তহবিল প্রয়োজন: রাজনৈতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় জন তহবিলের ব্যবস্থা বেসরকারি স্বর্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব থেকে রাজনীতিকে মুক্ত রাখতে বা হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে এবং রাজনৈতিক দলের কর্ম-দক্ষতা (performance) সহায়ক ভূমিকা রাখে। জন তহবিল গঠনের বেশ কয়েকটি ভাল দিক আছে। প্রথমত: এ ব্যবস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক অংশীজনের মধ্যে নিরপেক্ষ পরিবেশ (equitable conditions) তৈরী করে, দ্বিতীয়ত: এ অর্থায়ন ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় যা উচ্চমাত্রার রাজনৈতিক দুর্নীতি হ্রাস করে। অধিকন্তু, জন তহবিল এমনভাবে সম্পদের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করে যাতে সকল রাজনৈতিক দল আর্থিক সম্পদের ব্যবহার করে নয়, প্রকৃত প্রতিযোগীতামূলক সুযোগের ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি পদের জন্য বা সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারে। তাই ইডব্লিউজি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জন তহবিলের ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের সাথে নির্বাচন কমিশনকে এখনই আলোচনা শুরু করার সুপারিশ করছে।

নির্বাচন প্রচারণাকালে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ বাধ্যতামূলকভাবে উন্মুক্ত করার বিধান করা: রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে স্বচ্ছতা পর্যাপ্ত এবং সঠিক তথ্যের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভোটারদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা দেয় না, এ ব্যবস্থা অর্থ অনুদানকারীকে রাজনৈতিক চাপ, এবং বিপরীতক্রমে রাজনীতিবিদ ও বেসরকারি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চাপ থেকেও রক্ষা করে। এ কারণে নির্বাচন প্রচারণাকালীন সময়ে এবং নির্বাচনসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে জবাবদিহিতার একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও রাজনৈতিক দলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্ত করার বিধান করা জরুরী। বাংলাদেশের আইনী কাঠামোতে নির্বাচনী প্রচারণাকালে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় উন্মুক্তকরণের বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভারতের ন্যায় (যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উৎসসহ বেসরকারি অনুদান জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা: বর্তমানে রাজনৈতিক দলের অর্থায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনী ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল অথবা অর্থদাতা কেউই অনুদান সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে না। এক্ষেত্রে আইনে একটি বাধ্যতামূলক ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে যাতে রাজনৈতিক দলগুলো অর্থদাতার নাম, অনুদান হিসেবে দেয় টাকার পরিমান এবং অনুদান গ্রহণের তারিখসহ প্রকাশ করে। অধিকন্তু, এ ব্যবস্থায় চেক এবং ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য অর্থদাতা ব্যক্তিও যাতে নির্বাচন কমিশনে একটি প্রতিবেদন জমা দেয় সে বিধান

চালু করা উচিত। এইসকল প্রকাশিত তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশন এবং রাজনৈতিক দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি সংকলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য নির্দেশিকা প্রনয়ণ করা: যদিও নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের বিবরণ জমা দেয়ার জন্য কাঠামো প্রনয়ণ করেছে, কিন্তু এটি যথেষ্ঠ বিস্তারিত নয়। অধিকন্তু, বর্তমানে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীগণ কিভাবে প্রচারণা সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশিকা নেই। কাজেই একটি নির্দেশিকাসহ বিস্তারিত এবং ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামো প্রণয়ন করা দরকার।

নির্বাচনে তৃতীয় পক্ষের প্রচারণার জন্য আইনী বিধান অত্যাবশ্যক: যেহেতু বাংলাদেশে তৃতীয় পক্ষ (third parties) নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে, তাই তৃতীয় পক্ষকে জবাবদিহিতা ব্যবস্থার আওতায় আনতে তাদের জন্যও নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্টকরণ, ব্যয় উন্মুক্তকরণ ও শাস্তির বিধান রেখে আইনী বিধান করা উচিত।

দলীয় প্রধানের জন্য নির্বাচনী ব্যয়সীমা নির্দিষ্ট করা উচিত: নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরণের অপরিমিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যয় নির্বাচনী প্রতিযোগীতায় সম-সুযোগের ক্ষেত্র (level-playing field) বিনষ্ট করে দেয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যে কোনো দলের দলীয় প্রধান অপরিমিত অর্থ ব্যয় করতে পারেন এবং এ ব্যয়ের হিসাব কারো কাছে প্রকাশ করতে হয় না। যেহেতু বড় দলগুলো এ জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ হয়, সেহেতু এ বিধান নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সম-সুযোগের ক্ষেত্র নষ্ট করে। তাই এ বিধান সংশোধন করে দলীয় প্রধানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের বিধান করা ও তা উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

আইনী বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি প্রয়োগের অভাব: আইনী কাঠামোতে যতটুকু শাস্তির বিধান আছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা ও আইন অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না; কিন্তু আইন লঙ্ঘনের জন্য এগুলোর বাস্তবায়ন এবং শাস্তি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নির্বাচন কমিশন ও সুশীল সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা: সুশীল সমাজ রাজনৈতিক আলোচনায় রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করেছে এবং বিষয়টির সংস্কারের জন্য ক্রমাগত এডভোকেসি করার মাধ্যমে জনগণের সামনে ধরে রেখেছে। সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কর্তৃক আইন ও বিধিমালার প্রয়োগের পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক জমাকৃত নির্বাচনী ব্যয় প্রয়োজনীয় তথ্যসহ সঠিকভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে কী-না তা যাচাইকরণ এবং রাজনৈতিক দলের আয়, ব্যয় ও বেসরকারি অনুদানের প্রবণতা পর্যবেক্ষণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক দেশে নির্বাচন কমিশন সুশীল সমাজের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে (উদাহরণ: আর্জেন্টিনা, কোষ্টারিকা, জিম্বাবুয়ে এবং মোজাম্বিক) এবং এরা নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কর্তৃক জমাকৃত প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যেতে পারে।

নির্বাচন-বহির্ভূত সময়ে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন জমাদানের ব্যবস্থা রাখা: অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের ন্যায় বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলো যাতে তিন মাস অন্তর অন্তর

নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিবেদন উপস্থান করে সে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এই বিধান রাজনৈতিক অর্থায়নে চলমান ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

বেসরকারি অনুদানের উৎসসমূহ সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন: আইনী কাঠামোয় বেসরকারি অনুদান সম্পর্কিত উৎসসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার নয়। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে একটি বিধিমালা তৈরী করতে পারে - যেখানে বেসরকারি অনুদানের উৎসসমূহ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত উৎসসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা থাকবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর আয় ও ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন: বাংলাদেশের আইনী কাঠামোতে একটি রাজনৈতিক দল এক বছরে কি পরিমান অর্থ আয় করবে এবং কি পরিমান অর্থ ব্যয় করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলো অপরিমিত অর্থ উপার্জন করতে পারে যা রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে এবং এতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দ্বারা দলগুলো প্রভাবান্বিত হতে পারে। এ বিষয়টি আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করে দলগুলোর জন্য আয় ও ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন।

End Notes

[১] ১৯৬০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর James Unruh একটি বিবৃতিতে একথা বলেছিলেন।

[২] Transparency International. 2009. The Crinis Project: *Money in politics, everyone's concern, TI: Berlin.* Page:1

[৩] Pollock, James Kerr (1932), *Money and Politics Abroad*. New York: Alfred A. Knopf. Page: 328

[৪] Hasanuzzaman, Al Masud. 2011. *"Political Party Funding in Bangladesh"*, *Regional Studies* (Nov-Dec), Islamabad. Page: 89

[৫] International IDEA, 2003. Funding of Political Parties and Election Campaigns Handbook Series. Sweden: Trydells Tryckeri AB. Page: 4

[৬] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 107

[৭] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 109

[৮] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 108

[৯] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 110

[১০] http://www.idea.int/political-finance/bans-and-limits-on-private-income.cfm; dated 04 September, 2014

[11] **ibid**

[১২] Casals & Associates 2004. Political-Party Finance in Argentina, Chile, Costa Rica and Mexico: Lessons for Latin America. Virginia: Kwik Kopy Printing. Page: 6

[১৩] African Union Convention, 2003, Page: 4

[১৪] CRINIS is a Latin word which means 'ray of light'.

[১৫] This part of analysis has been made based on the TI/CRINIS model and ACE knowledge Network

[১৬] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 178

[১৭] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 186

[১৮] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 189

[১৯] USAID. 2003. Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies, Washington D.C. Page: 42

[২০] http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?id=286

[২১] ibid

[২২] There are practice and legal provision of indirect public funding which includes allowing party chiefs to address in the state-owned electronic media during elections.

[২৩] Election Commission Bangladesh website (http://www.ecs.gov.bd/English/) visited on 20 August, 2014

[২৪] The Daily Star, 01 August, 2014, Dhaka

[২৫] Bangladesh Protidin, 07 August, 2014, Dhaka

[২৬] Alim, Md. Abdul. 2014. Electoral Governance and Political Parties: Bangladesh Perspectives", PhD Dissertation, Jahangirnagar University, Dhaka. Page: 304

[২৭] Election Commission Bangladesh website (www.ecs.gov.bd); dated 01-12 August, 2014

Further reading and website:

1. Government of Bangladesh. 2013. The Representation of People's Order. Dhaka

2. *International IDEA. 2012.* Political Finance Regulations Around the World. Sweden: Trydells Forum.

3. Michael Pinto-Duschinsky. 2001. Political Finance in the Commonwealth. Taking Democracy Seriously Series, No. 1, Commonwealth Secretariat, London, p 25.

4. Nassmacher, Karl-Heinz. 2009. The Funding of Party Competition, Political Finance in 25 Democracies. Nomos.

5. OSCE/ODIHR & the Venice Commission. 2006. *Joint Opinion on the Electoral Legislation of the Republic of Belarus*. Opinion No. 301/2006.

6. Republic of Germany. 1994. *Political Party Act*. Berlin

7. Website: http://pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:crinis-transparency-in-political-financing&catid=62:electoral-transparency-a-accountability&Itemid=150

8. Website: http://aceproject.org/

এই নীতি-নির্ধারণী পত্রের বাংলা সংস্করণে কোনো শব্দ, বাক্য বা বিষয় অস্পষ্ট মনে হলে ইংরেজি সংস্করণ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।